১. কর্মের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাগসমূহ আলোচনা করো।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কর্মের বিভাগ করা হয়েছে। ফলভোগেরদৃষ্টিভঙ্গি থেকে কর্ম দুই প্রকার-

(১) অনারব্ধ কর্ম এবং (২) আরব্ধ কর্ম। যে কর্ম সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু ফলভোগ শুরু হয়নি, সেই কর্মকে বলা হয় অনারব্ধ কর্ম আর যে কর্মের ফলভোগ শুরু হয়েছে, সেই কর্মকে বলা হয় প্রারব্ধ কর্ম। অনারব্ধ কর্ম আবার দুইপ্রকার- (ক) সঞ্চিত কর্ম (অতীত জীবনের কর্ম) এবং (খ) সঞ্চীয়মান কর্ম (বর্তমান জীবনের কর্ম)

আবার ফল উৎপন্নের দিক থেকে ভারতীয় দর্শনে দুই প্রকার কর্ম স্বীকার করা হয়েছে- (১) সকাম কর্ম ও (২) নিষ্কাম ফলের আশায় যখন করা হয়, তখন সেই কর্মকে বলা হয় সকাম কর্ম। আর যখন ফলের আশা না করে কর্তব্য মনে করে কর্ম করা হয়, তখন সেই কর্মকে বলা হয় নিষ্কাম কর্ম। এছাড়াও ভারতীয় দর্শনে চার প্রকার বৈদিক কর্ম স্বীকার করা হয়। সেগুলি হল-(১) নিত্যকর্ম (২) নৈমিত্তিক কর্ম (৩) কাম্যকর্ম ও (৪) নিষিদ্ধ কর্ম।

(১) নিত্য কর্ম: যে কর্ম প্রতিটি মানুষকে প্রত্যহ কর্তব্যরূপে সম্পাদন করতে হয়। সেই কর্মকে বলা হয় নিত্যকর্ম। সন্ধ্যাহ্নিক, উপাসনা, অগ্নিহোত্রযাগ প্রভৃতি হল নিত্যকর্ম। এই কর্ম কখনোই পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।

(২) নৈমিত্তিক কর্ম: যে সমস্ত কর্ম বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, সেই সমস্ত কর্মকে বলা হয় নৈমিত্তিক কর্ম। নৈমিত্তিক কর্মও বাধ্যতামূলক। যেমন-জ্ঞাতির মৃত্যুতে অশৌচ পালন, সূর্যগ্রহণে গঙ্গাস্নান, পূজার সময় অঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি হল নৈমিত্তিক কর্ম।

(৩) কাম্যকর্ম: কামনার বশবর্তী হয়ে যখন আমরা কোন কর্ম করি, তখন সেই কর্মকে বলা হয় কাম্যকর্ম। কোন বিশেষ ফলের আশায় বা স্বর্গসুখের আশায় বা পুত্রলাভের আশায় যে সমস্ত কর্ম করা হয়, সেই সমস্ত কর্মকে বলা হয় যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, দশপূর্ণমাসযাগ ইত্যাদি হল কাম্যকর্ম।

(৪) নিষিদ্ধ কর্ম: নিষিদ্ধকর্ম বলতে কোন কর্ম অনুষ্ঠান করা নয়। কোন কোন কর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়। যে সমস্ত কার্য অহিতকর, সেই সমস্ত কর্ম থেকে বিরত থাকই হল নিষিদ্ধকর্ম। যেমন জীব হত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যা, হিংসা, চুরি করা প্রভৃতি হল নিষিদ্ধকর্ম। এই সমস্ত কর্ম থেকে বিরত থাকাই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

ফলভোগের দিক থেকে কর্মের দুটি ভাগ করা হয়েছে- (১) সকাম কর্ম ও (২) নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্মে ফল উৎপন্ন হয়, মানুষ ফলের আশায় কর্ম করে। সেজন্য সকাম কর্মকে কর্তব্যকর্ম বলা হয় না। অপর দিকে কোন কামনা বা ফলের আশা না করে, কেবল কর্তব্যের জন্য কর্ম করা হয়, সেই কর্মকে বলা হয় নিষ্পাপ কর্ম। গীতা, বৌদ্ধদর্শনে নিষ্কাম কর্মের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে-ফলের আশা না করে কর্ম কর। কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। আবার কর্মত্যাগ ও যথার্থ নয়।